৩০.১১.২০২৩

সিরিয়াল নং ২৯

পিয়া

সিটি নং ৩০

২০২০ সালের নং সিআরআর ১৮৪০

আইএ নম্বরঃ ২০২১ সালের ১ নং ক্র্যান

শ্রী সুভাষ চন্দ্র ঘোষ ও অন্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যরা

জনাব আরকা তিলক ভদ্র

.....আবেদনকারীদের জন্য

মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিন

.....রাজ্যের জন্য

মোহাম্মদ হুসেইন মুস্তাফি

.....ও. পি.-র জন্য

বর্তমান সংশোধনমূলক আবেদনটি পছন্দ করা হয়েছে ঘোলা থানায় কার্যধারা বাতিলের জন্য প্রার্থনা করছে এফআইআর নং. ৮৫/১৩ তারিখ ০১.০৩.২০১৩ যা জি. আর-এর সাথে সম্পর্কিত। ৮৫৪/১৩ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক /৪০৬/৩২৩/৩৪ ধারার অধীনে কোড, বিচার বিভাগীয় আদালতে বিচারাধীন ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর।

সংশোধনের পক্ষগুলি এখন যৌথভাবে দাখিল করেছে এর নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলফনামায় ২০২১ সালের সিআরএএন ১ কার্যকর আপোষের ভিত্তিতে বর্তমান মামলা দলগুলির মধ্যে।

আবেদনকারীরা বলেছেন যে আবেদনকারীদের পারস্পরিক এবং রয়েছে তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং ইচ্ছার বাইরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে করতে সম্মত হয়েছে তাদের মধ্যে বিচারাধীন বিরোধগুলি নিষ্পত্তি এবং আপস করুন।

আবেদনকারীরা বলেছেন যে এই ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, আবেদনকারীদের দ্বারা এবং তাদের মধ্যে বিরোধগুলি ইতিমধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

এটি আরও বলা হয়েছে যে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা প্রার্থনা করেছেন যে বর্তমান মামলার অপরাধ/কার্যধারা বাতিল করা যেতে পারে কারণ বর্তমানে পক্ষগুলির মধ্যে সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদের কোনও দাবি বা অভিযোগ নেই।

আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ ***(২০১২) সুপ্রিম কোর্টের ১০ মামলা, ৩০৩, জ্ঞান সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যটি*** রায়ের অনুচ্ছেদ ৬১-এ তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতার বিষয়ে অবস্থান পরিষ্কার করেছে, যা পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। এখানেঃ-

> *" উপরের আলোচনা থেকে যে অবস্থান উঠে এসেছে তা সংক্ষেপে এভাবে বলা যেতে পারেঃ ফৌজদারি কার্যধারা বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করে ফৌজদারি আদালতকে কোডের ৩২০ ধারার অধীনে অপরাধগুলি চক্রবৃদ্ধি করার জন্য দেওয়া ক্ষমতার থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদা। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কোনও বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বিস্তৃত, তবে এটি এই ধরনের ক্ষমতার সাথে জড়িত নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে যেমনঃ (i) ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে, বা (i) কোনও আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করতে। কোন কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে অপরাধী এবং ভুক্তভোগী তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোনও বিভাগ নির্ধারণ করা যাবে না। তবে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে, হাইকোর্টকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুতরতার প্রতি যথাযথ সম্মান রাখতে হবে। মানসিক কলুষতা বা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো জঘন্য এবং গুরুতর অপরাধগুলি যথাযথভাবে বাতিল করা যাবে না যদিও ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার এবং*

অপরাধীরা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই ধরনের অপরাধগুলি ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইনের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে যে কোনও আপোষ বা সেই পদে কাজ করার সময় সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ ইত্যাদি; এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোনও ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। তবে ফৌজদারি মামলাগুলি অত্যধিক এবং প্রধানত দেওয়ানি স্বভাবের কারণে বাতিল করার উদ্দেশ্যে, বিশেষত বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, দেওয়ানি, অংশীদারিত্ব বা এই জাতীয় লেনদেন বা যৌতুক সম্পর্কিত বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধ থেকে উদ্ভূত অপরাধগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলটি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের পুরো বিরোধের সমাধান করেছে। এই বিভাগের মামলাগুলিতে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি তার দৃষ্টিতে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার কারণে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী এবং অন্ধকার এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে প্রচণ্ড নিপীড়ন ও কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেয় এবং ভুক্তভোগীর সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করে তার প্রতি চরম অবিচার করা হয়। অন্য কথায়, হাইকোর্টকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অন্যায় বা ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে কিনা বা ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা ভুক্তভোগী এবং অন্যায়কারীর মধ্যে নিষ্পত্তি ও সমঝোতা সত্ত্বেও আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য হবে কিনা এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করতে ফৌজদারি মামলাটি শেষ করা উচিত কিনা এবং যদি উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর ইতিবাচক হয় তবে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে।

অনিতা মারিয়া ডায়াস এবং অন্যরা বনাম রাজ্য মহারাষ্ট্র ও অন্যরা (২০১৮) ৩ এস. সি. সি ২৯০

আদালত বলেছেঃ-

(ক) যেসব অপরাধ প্রাধান্য পায়, যেমন দেওয়ানি চরিত্র, বাণিজ্যিক লেনদেন, সেগুলো পক্ষগুলি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার পর বাতিল করা উচিত।

(খ) ক্ষমতা প্রয়োগ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার (কার্যধারার পর্যায়) জন্য নিষ্পত্তির সময় গুরুত্বপূর্ণ হবে।

পক্ষগুলির দ্বারা দায়ের করা যৌথ আবেদনটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে পক্ষগুলির মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং সমঝোতা হয়েছে এবং অভিযোগকারী ২০১৩ সালের জি. আর. মামলা নং ৮৯৪ নিয়ে এগিয়ে যেতে চান না, যা ব্যারাকপুরের বিদ্বান ২ "সেন্ট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, যা ২০১৩ সালের গোলা পুলিশ স্টেশনের এফআইআর নং ৮৫, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ক /৪০৬/৩২৩/৩৪ ধারার অধীনে ০১.০৩.২০১৩ তারিখের, আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ব্যারাকপুরের ২৪ নম্বর আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন।

রেকর্ডে থাকা তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বর্তমান মামলায় বিরোধটি ব্যক্তিগত প্রকৃতির, কারণ এটি একটি বৈবাহিক বিরোধ এবং পক্ষগুলি এখন হলফনামায় একটি আপোষ/মীমাংসার মাধ্যমে তাদের সম্পূর্ণ বিরোধের সমাধান করেছে। অভিযোগ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিও আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অনুপস্থিত, কারণ বিরোধটি একটি বৈবাহিক বিরোধ। সুতরাং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী এবং ক্ষীণ এবং ফৌজদারি মামলা অব্যাহত থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চরম নিপীড়ন এবং পক্ষপাতদুষ্টতার শিকার হবেন এবং অভিযোগকারীর সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করলে তার প্রতি চরম অবিচার করা হবে। (যেমন **জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্য** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ভাষায়)।

যেহেতু এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অন্যায় এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে যা তাদের বিরোধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য হবে এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য এই মামলার কার্যধারা বাতিল করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যেমন প্রার্থনা করা হয়েছে।

সংশোধনমূলক আবেদনটি ২০২০ সালের সি. আর. আর ১৮৪০ অনুমোদিত।

তদনুসারে, ব্যারাকপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬/৩২৩/৩৪ ধারার অধীনে জি. আর. নং. ৮৫৪/১৩-এর সাথে সম্পর্কিত ঘোলা পুলিশ স্টেশনের এফআইআর নং. ৮৫/১৩-এর কার্যধারা এতদ্বারা **বাতিল করা হয়েছে।**

সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

এই আদেশের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য মাননীয় বিচারিক আদালতে পাঠানো হবে।

এই আদেশের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হবে ।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly